পারিবারিক আদালত আইন, ২০২১

The Family Court Ordinance, 1985 সময়োপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১-এ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে সরকার বাংলা ভাষায় নূতন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে The Family Court Ordinance, 1985 রহিতক্রমে সময়োপযোগী করিয়া নূতনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা ও প্রবর্তন**।- (১) এই আইন 'পারিবারিক আদালত আইন, ২০২১' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য বান্দরবান ও পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলাসমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "কোড" অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908);

(খ) "পারিবারিক আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো পারিবারিক আদালত;

(গ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

(২) এই আইনে ব্যবহৃত কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই এইরূপ শব্দ ও অভিব্যক্তির অর্থ কোডে উহাদের যে অর্থে ব্যবহার করা

হইয়াছে তাহা হইবে।

৩। অন্যান্য আইনের উপর এই আইনের প্রাধান্য।-

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।

৪। পারিবারিক আদালত স্থাপন।-

(১) যতগুলি সহকারী জজ আদালত রহিয়াছে ততগুলি পারিবারিক আদালত থাকিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সকল সহকারী জজ আদালতই পারিবারিক আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সকল সহকারী জজ পারিবারিক আদালতের বিচারক হইবেন।

৫। পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার।-

The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961)-এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, পারিবারিক আদালতে নিম্নোক্ত সকল বা যে-কোনো বিষয় সম্পর্কিত বা উহা হইতে উদ্ভূত যে-কোনো মোকদ্দমা গ্রহণ, বিচার এবং নিষ্পত্তি করিবার নিরঙ্কুশ এখতিয়ার থাকিবে, যথাঃ-

(ক) বিবাহবিচ্ছেদ;

(খ) দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার;

(গ) দেনমোহর;

(ঘ) ভরণপোষণ;

(ঙ) শিশু-সন্তানদের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান।

৬। মামলা দায়ের।-

(১) এই আইনের অধীন প্রত্যেকটি মামলা সেই পারিবারিক আদালতে আরজি দাখিলের মাধ্যমে দায়ের করিতে হইবে যাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে-

(ক) মামলার কারণ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে; অথবা

(খ) পক্ষগণ একত্রে বসবাস করেন বা সর্বশেষ বসবাস করিয়াছিলেন;

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাহবিচ্ছেদ, দেনমোহর বা ভরণপোষণের মামলায় সেই আদালতেরও এখতিয়ার থাকিবে, যাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে স্ত্রী সাধারণত বসবাস করেন।

(২) যে-ক্ষেত্রে কোনো এখতিয়ারবিহীন আদালতে কোনো আরজি দাখিল করা হয় সে-ক্ষেত্রে,-

(ক) আরজিটি যে-আদালতে দাখিল করা উচিত ছিল সে-আদালতে দাখিলের জন্য ফেরত দেওয়া হইবে;

(খ) আরজি ফেরত প্রদানকারী আদালত ইহার নিকট আরজি দাখিলের ও ফেরত প্রদানের তারিখ, দাখিলকারীর নাম ও ফেরত প্রদানের কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরজির উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) আরজিতে বিরোধ সম্পর্কিত সকল অত্যাবশ্যকীয় তথ্যের উল্লেখ থাকিবে এবং উহার একটি তফসিল থাকিবে, যাহাতে আরজির সমর্থনে উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানার উল্লেখ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে, আদালতের অনুমতি-সাপেক্ষে, বাদী পরবর্তীতে যে-কোনো সময়, যে-কোনো সাক্ষী মান্য করিতে পারিবে।

(৪) আরজিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহেরও উল্লেখ থাকিবে, যথাঃ-
(ক) যে-আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হইবে উহার নাম;
(খ) বাদীর নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান;
(গ) বিবাদীর নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান;
(ঘ) বাদী বা বিবাদী নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ হইলে সেই সম্পর্কে একটি বিবরণী;
(ঙ) মামলার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং তাহা যে-স্থানে ও তারিখে উদ্ভূত হইয়াছে;
(চ) আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কিত তথ্যাবলি;
(ছ) বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার।

(৫) যেই ক্ষেত্রে বাদী তাহার দাবির সমর্থনে সাক্ষ্য হিসাবে তাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে আছে এইরূপ কোনো দলিলের উপর নির্ভর করেন, সে-ক্ষেত্রে তিনি আরজি দাখিলের সময় আদালতে উহা উপস্থাপন করিবেন এবং একই সময় উক্ত দলিল বা উহার কোন অবিকল বা ফটোস্ট্যাট কপি আরজির সহিত নথিভুক্ত করিবার জন্য দাখিল করিবেন এবং উক্তরূপ দলিল আরজির সহিত সংযুক্ত করিবার তালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৬) যেই ক্ষেত্রে বাদী তাহার দাবির সমর্থনে সাক্ষ্য হিসাবে এমন কোনো দলিলের উপর নির্ভর করেন যাহা তাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে নাই, সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত দলিলটি আরজির সহিত সংযুক্ত করিবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট দলিলটি যাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করিবেন।

(৭) তফসিল এবং উপ-ধারা (৫) ও (৬)-এ বর্ণিত দলিলপত্রের তালিকাসহ মামলাটিতে যতজন বিবাদী রহিয়াছে তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক আরজির অবিকল নকল উক্ত বিবাদীগণের উপর জারির জন্য আরজির সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(৮) নিম্নলিখিত কারণে আরজি খারিজ হইবে-
(ক) যেই ক্ষেত্রে উপধারা (৭)-এর আবশ্যকতা-অনুসারে তফসিল ও দলিলের তালিকাসহ আরজির অবিকল নকলসমূহ উহার সহিত সংযুক্ত না থাকে;
(খ) যেই ক্ষেত্রে ধারা ৭(৫)-অনুযায়ী সমন জারির খরচ এবং নোটিশের জন্য ডাক খরচ পরিশোধিত না হয়;
(গ) যে-ক্ষেত্রে আরজি উপস্থাপনের সময় ধারা ২২-অনুযায়ী প্রদেয় ফি পরিশোধ করা না হয়।

(৯) যে-ক্ষেত্রে আরজি দাখিল করিবার সময় বাদী কর্তৃক কোনো দলিল আদালতে দাখিল করিবার প্রয়োজন ছিলো অথবা আরজির সহিত সংযুক্ত করিবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তদনুযায়ী উহা দাখিল বা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, সে-ক্ষেত্রে মামলার শুনানির সময় আদালতের অনুমতি ব্যতীত উহা তাহার পক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে না।
তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কোনো ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র-ব্যতীত এইরূপ অনুমতি প্রদান করিবেন না।

৭। সমন ও নোটিশ জারিকরণ।-

(১) পারিবারিক আদালতে আরজি দাখিল করিবার পর আদালত-

(ক) বিবাদীর উপস্থিতির জন্য সাধারণভাবে অনধিক ত্রিশ দিনের একটি তারিখ ধার্য করিবেন;
(খ) বিবাদীর প্রতি, সমনে নির্ধারিত তারিখে হাজির হইবার এবং দাবির জবাব প্রদানের জন্য, সমন জারি করিবেন;
(গ) বিবাদীর নিকট প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে মামলার নোটিশ প্রেরণ করিবেন; এবং
(ঘ) যে-ক্ষেত্রে বিবাদী বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস করেন এবং তাহার প্রতি জারিকৃত সমন বা নোটিশ গ্রহণের উপযুক্ত প্রতিনিধি বাংলাদেশে পাওয়া না যায়, সে-ক্ষেত্রে কোডের ৫নং আদেশের ২৫ বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সমন জারি করা যাইবে এবং আদালত সন্তুষ্ট হইলে উক্তরূপ জারিকে যথাযথভাবে জারি বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন জারিকৃত প্রত্যেকটি সমন এবং প্রেরিত নোটিশের সঙ্গে আরজির নকল এবং ধারা ৬(৫) ও ৬(৬)-এ উল্লিখিত দলিলপত্রের তালিকার অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (১) (খ)-অনুযায়ী জারিকৃত সমন কোডের ৫নং আদেশের বিধি ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯(ক), ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮ এবং ২৯-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে জারি করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে জারিকৃত সমন বিবাদীর উপর যথাযথভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপধারা (১) (গ)-অনুযায়ী প্রেরিত নোটিশ বিবাদীর উপর তখনই যথাযথভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যখন বিবাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্রটি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় অথবা আদালত নোটিশ বহনকারী ডাকের বস্তুটি ডাক কর্মচারীর এই মর্মে লিখিত মন্তব্যসহ ফেরত পান যে, নোটিশ বহনকারী ডাকের বস্তুটি বিবাদীকে প্রদানে যাচনা করিবার পর তিনি উহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নোটিশ যথাযথভাবে ঠিকানাযুক্ত অগ্রীম প্রদত্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে যথাযথভাবে প্রেরিত হইয়া থাকিলে নোটিশ ডাকে দেওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর বিবাদীর উপর উহা যথাযথভাবে জারি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও প্রাপ্তি স্বীকারপত্রটি হারাইয়া যায় বা ভুল জায়গায় চলিয়া যায় বা অন্য কোনো কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত না হয়।

(৫) উপ-ধারা (১) (খ)-অনুযায়ী জারিকৃত সমন প্রেরণের খরচ কোডের অধীন সমন জারির খরচের অনুরূপ হইবে, এবং উপ-ধারা (১) (গ)-অনুযায়ী প্রেরিত নোটিশের ডাক খরচ আরজি দাখিলের সময় বাদী কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

৮। লিখিত জবাব।-

(১) বিবাদীর উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত তারিখে, বাদী ও বিবাদী পারিবারিক আদালতে হাজির হইবেন এবং বিবাদী তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত জবাব দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাদী উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক প্রার্থনা করিলে আদালত তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য অনূর্ধ্ব একুশ দিনের মধ্যে অপর একটি তারিখ ধার্য করিতে পারিবে।

(২) লিখিত জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা সংবলিত একটি তফসিল সন্নিবেশিত থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাদী আদালতের অনুমতিক্রমে, পরবর্তী যে-কোনো পর্যায়ে সাক্ষী আহ্বান করিতে পারিবেন, যদি আদালত মনে করেন যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে অনুরূপ সাক্ষ্য প্রয়োজন।

(৩) যে-ক্ষেত্রে বিবাদী তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে সাক্ষ্য হিসাবে তাহার দখলে বা ক্ষমতাধীনে আছে এইরূপ কোনো দলিলের উপর নির্ভর করেন সে-ক্ষেত্রে তিনি লিখিত জবাব উপস্থাপনের সময় আদালতে উহা উপস্থাপন করিবেন এবং একই সময় উক্ত দলিল বা উহার কোনো অবিকল বা ফটোস্ট্যাট কপি লিখিত জবাবের সহিত নথিভুক্ত করিবার জন্য দাখিল করিবেন এবং উক্ত দলিল একটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহা লিখিত জবাবের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

(৪) যে-ক্ষেত্রে বিবাদী তাহার লিখিত জবাবের সমর্থনে সাক্ষ্য হিসাবে এমন কোনো দলিলের উপর নির্ভর করেন যাহা তাহার দখলে বা ক্ষমতাধীন নাই, সে-ক্ষেত্রে তিনি লিখিত জবাবের সহিত সংযুক্ত করিবার তালিকায় এইরূপ দলিল অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং যাহার দখলে বা ক্ষমতাধীন উহা আছে তাহা উল্লেখ করিবেন।

(৫) তফসিল এবং উপ-ধারা (৩) ও (৪)-এ বর্ণিত দলিলপত্রের তালিকাসহ মামলাটিতে যত জন বাদী রহিয়াছে তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক লিখিত জবাবের অবিকল নকল লিখিত জবাবের সহিত প্রদান করিতে হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫)-এ বর্ণিত তফসিল, দলিলপত্র এবং দলিলপত্রের তালিকাসহ লিখিত জবাবের অনুলিপি বাদী অথবা আদালতে উপস্থিত তাহার প্রতিনিধি বা আইনজীবীকে প্রদান করিতে হইবে।

(৭) যে-ক্ষেত্রে লিখিত জবাব দাখিল করিবার সময় বিবাদী কর্তৃক কোনো দলিল আদালতে দাখিল করিবার প্রয়োজন ছিলো অথবা লিখিত জবাবের সহিত সংযুক্ত করিবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিলো কিন্তু তদনুযায়ী উহা দাখিল বা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, সে-ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি ব্যতীত, মামলার শুনানিতে উহা তাহার অনুকূলে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কোনো ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতীত, এইরূপ অনুমতি প্রদান করিবে না।

৯। আরজি ও লিখিত জবাব সংশোধন।-

এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মামলার যে-কোনো পর্যায়ে আদালত কোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে, কারণিক ভুল বা আইনজীবীর ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো কারণে পক্ষগণের মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে আরজি বা লিখিত জবাব সংশোধনের আদেশ দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এইরূপ সংশোধনের আবেদন মামলার বিচার কার্যক্রম বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হইয়াছে, সে-ক্ষেত্রে আদালত উক্তরূপ সংশোধনীর আদেশ প্রদান করিবেন না।

১০। পক্ষগণের অনুপস্থিতির ফলাফল।-

(১) বিবাদীর উপস্থিতির জন্য ধার্যকৃত তারিখে মামলার শুনানির জন্য ডাকা হইলে কোনো পক্ষই উপস্থিত না থাকিলে, আদালত মামলা খারিজ করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) যে-ক্ষেত্রে মামলা শুনানির জন্য ডাকা হইলে বাদী উপস্থিত হন কিন্তু বিবাদী অনুপস্থিত থাকেন, সে-ক্ষেত্রে-

(ক) যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, বিবাদীর প্রতি সমন বা নোটিশ যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত একতরফাভাবে মামলায় অগ্রসর হইতে পারিবেন;

(খ) যদি সমন বা নোটিশ বিবাদীর উপর যথাযথভাবে জারি করা হইয়াছে মর্মে প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে আদালত বিবাদীর উপর নূতনভাবে সমন ও নোটিশ জারি করিবার আদেশ প্রদান করিবে;
(গ) যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, বিবাদীর প্রতি সমন বা নোটিশ জারি করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার উপস্থিতির জন্য ধার্যকৃত তারিখে তাহাকে উপস্থিত হইয়া জবাব প্রদানের মত যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে আদালত পরবর্তী অনধিক

একুশ দিন-এর মধ্যে নির্ধারিত কোনো তারিখ পর্যন্ত মামলার শুনানি স্থগিত রাখিবেন এবং বিবাদীকে উক্ত তারিখ সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) যে-ক্ষেত্রে আদালত মামলার শুনানি মুলতুবি করিয়া একতরফা শুনানির জন্য ধার্য করেন এবং বিবাদী শুনানিকালে বা তৎপূর্বে আদালতে হাজির হইয়া পূর্বে হাজির না হইবার উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করেন, সে-ক্ষেত্রে আদালত যেই রূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেই রূপ শর্ত-সাপেক্ষে বিবাদীকে জবাব দানের সুযোগ প্রদান করিয়া শুনানি করিবেন, যেন তিনি তাহার হাজির হইবার জন্য ধার্যকৃত দিনেই উপস্থিত হইয়াছেন।

(৪) যে-ক্ষেত্রে মামলা শুনানির জন্য ডাকা হইলে বিবাদী উপস্থিত হন কিন্তু বাদী অনুপস্থিত থাকেন, সে-ক্ষেত্রে আদালত মামলা খারিজ করিয়া দিবেন, তবে বিবাদী যদি দাবির সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে বিবাদীর উক্তরূপ স্বীকৃতির উপর আদালত বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি প্রদান করিবেন, এবং যে-ক্ষেত্রে দাবির শুধুমাত্র অংশ বিশেষ স্বীকার করা হইয়াছে, সে-ক্ষেত্রে মামলাটি ততটুকু খারিজ করিবেন যতটুকু দাবির অবশিষ্টাংশের সহিত সম্পর্কিত।

(৫) যে-ক্ষেত্রে কোনো মামলা উপধারা (১)-এর অধীন খারিজ করা হয়, অথবা উপধারা (৪)-এর অধীন সম্পূর্ণ বা আংশিক খারিজ করা হয়, সে-ক্ষেত্রে বাদী, খারিজ আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে আদেশ প্রদানকারী আদালতে উক্ত আদেশ রহিত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, এবং যদি তিনি আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, মামলাটি শুনানির জন্য ডাকার সময় তাহার অনুপস্থিতির জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে আদালত খারিজ আদেশ রহিত করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন, এবং মামলাটি চালাইয়া যাওয়ার জন্য একটি তারিখ ধার্য করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার খরচ বা অন্য কোনো বিষয়ে আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ শর্তে উপ-ধারা (৪)-এর অধীন মামলার খারিজ আদেশ রহিত করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, বিবাদীর উপর আবেদনের নোটিশ জারি না করা পর্যন্ত উপধারা (৪)-এর অধীন মামলার খারিজ আদেশ রহিত করা যাইবে না।

(৬) বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফাভাবে ডিক্রি প্রদান করা হইলে, তিনি ডিক্রি প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে, ডিক্রি প্রদানকারী আদালতে উহা বাতিলের আদেশ দানের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, এবং তিনি যদি আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, মামলার শুনানির সময় তাহার আদালতে অনুপস্থিত থাকিবার যথেষ্ট কারণ ছিলো তাহা হইলে আদালত খরচ বা অন্য কোনো বিষয়ে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ শর্তে তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রি বাতিল করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং মামলাটি পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ডিক্রিটি যদি এমন হয় যে, তাহা শুধু উক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধেই বাতিল করা যায় না, তাহা হইলে সকল বা অন্য যে-কোনো বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত ডিক্রি বাতিল করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, বাদীর উপর আবেদনের নোটিশ জারি না করিয়া এই উপধারা-অনুযায়ী কোনো আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(৭) The Limitation Act, 1908 (IX of 1908)-এর ধারা ৫-এর বিধানাবলী উপধারা (৬)-এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১১। বিচার-পূর্ব কার্যক্রম।-

(১) লিখিত জবাব দাখিল করা হইলে, পারিবারিক আদালত মোকদ্দমার বিচার-পূর্ব শুনানির জন্য সাধারণভাবে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে একটি তারিখ ধার্য করিবেন।
(২) বিচার-পূর্ব শুনানির জন্য ধার্যকৃত তারিখে আদালত আরজি, লিখিত জবাব এবং পক্ষগণ কর্তৃক দাখিলকৃত দলিলসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং যথার্থ মনে করিলে, পক্ষগণের বক্তব্যও শ্রবণ করিবেন।

(৩) আদালত বিচার-পূর্ব শুনানিকালে পক্ষগণের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়গুলি স্থির করিবেন এবং সম্ভব হইলে পক্ষগণের মধ্যে একটি আপস বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন।

(৪) যদি আপস বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আদালত মোকদ্দমার বিচার্য বিষয় গঠন করিবেন এবং সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য সাধারণভাবে অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে একটি তারিখ ধার্য করিবেন।

১২। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার।-

(১) পারিবারিক আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার সম্পূর্ণ বা কোনো অংশ-বিশেষ রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(২) যে-ক্ষেত্রে মামলার উভয়পক্ষ কার্যধারা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠান করিবার জন্য আদালতকে অনুরোধ করেন, সে-ক্ষেত্রে আদালত উহা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠান করিবেন।

১৩। সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণ।-

(১) সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে, পারিবারিক আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে উভয় পক্ষ কর্তৃক হাজিরকৃত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

(২) আদালত কোনো পক্ষের সাক্ষীর উপস্থিতির জন্য কোনো সমন জারি করিবে না, তবে মামলার বিচার্য বিষয় গঠন করিবার পর তিন দিনের মধ্যে যদি কোনো পক্ষ আদালতকে এই মর্মে অবহিত করে যে, উক্ত পক্ষ আদালতের মাধ্যমে কোনো সাক্ষীকে সমন জারি করাইতে ইচ্ছুক এবং আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পক্ষের জন্য সাক্ষীকে হাজির করানো সম্ভব নহে বা বাস্তবসম্মত নয়, তাহা হইলে সাক্ষীকে হাজির করিবার জন্য সমন জারি করা যাইবে।

(৩) সাক্ষীগণ তাহাদের নিজের ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করিবেন এবং তাহাদেরকে জেরা করা যাইবে ও তাহাদের পুনঃজবানবন্দী গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) আদালত এমন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন যাহা উহার নিকট অশ্লীল, মানহানিকর বা তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে, অথবা যাহা অপমান বা বিরক্তির উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আক্রমণাত্মক বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইবে।

(৫) আদালত উপযুক্ত মনে করিলে মামলার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যে-কোনো সাক্ষীকে যে-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।

(৬) আদালত কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্য হলফনামার মাধ্যমে প্রদানের অনুমতি দিতে পারিবেনঃ
তবে শর্ত থাকে যে, আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, উক্ত সাক্ষীকে পরীক্ষার জন্য ডাকিতে পারিবেন।

(৭) আদালতের মামলা পরিচালনাকারী বিচারক কর্তৃক প্রত্যেক সাক্ষীর প্রদত্ত জবানবন্দী, আদালতের ভাষায় লিখিত হইবে এবং উক্ত বিচারক উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৮) কোনো সাক্ষী আদালতের ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করিলে, মামলা পরিচালনাকারী বিচারক, সম্ভব হইলে, উক্ত ভাষাতেই তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আদালতের ভাষায় উক্ত সাক্ষ্যের একটি নির্ভরযোগ্য অনুবাদ রেকর্ডের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৯) সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার পর উহা তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং, প্রয়োজন হইলে, উহা সংশোধন করিতে হইবে।

(১০) সাক্ষ্যের কোনো অংশের শুদ্ধতা সাক্ষী অস্বীকার করিলে, মামলা পরিচালনাকারী বিচারক, উক্ত সাক্ষ্য শুদ্ধ করিবার পরিবর্তে, সাক্ষী কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির একটি স্মারক প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং উহাতে তিনি যেইরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরূপ মন্তব্য সংযোজন করিবেন।

(১১) যে-ভাষায় সাক্ষ্য লিখিত হইয়াছে তাহা যদি প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভাষা হইতে পৃথক হয় এবং সাক্ষী যদি উক্ত ভাষা বুঝিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সাক্ষী যে-ভাষায় সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার নিকট সে-ভাষায় অথবা সে যে-ভাষা বুঝে সে-ভাষায় উহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

১৪। বিচারের সমাপ্তি।-

(১) সকল পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হইবার পর, পারিবারিক আদালত উভয় পক্ষের মধ্যে আপস বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় প্রচেষ্টা চালাইবেন।
(২) অনুরূপ আপস বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হইলে, আদালত রায় ঘোষণা করিবেন, এবং উক্ত রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অথবা অনধিক সাত দিনের মধ্যে সেই সম্পর্কে পক্ষগণ বা তাহাদের প্রতিনিধি বা আইনজীবীগণকে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে ও ডিক্রি প্রদত্ত হইবে।

১৫। আপস ডিক্রি।-

যে-ক্ষেত্রে বিরোধ আপস বা মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, সে-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত আপস বা মীমাংসার ভিত্তিতে আদালত মামলার ডিক্রি বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

১৬। রায় লিখন।-

(১) পারিবারিক আদালতের প্রত্যেকটি রায় বা আদেশ মামলা পরিচালনাকারী বিচারক কর্তৃক বা তাহার নির্দেশনা-অনুযায়ী আদালতের ভাষায় লিখিতে হইবে এবং উহা ঘোষণা করিবার সময় প্রকাশ্য আদালতে উক্ত বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও তারিখযুক্ত হইতে হইবে।

(২) আপিলযোগ্য সকল রায় বা আদেশে নিষ্পত্তির বিষয়, তৎসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং উক্ত সিদ্ধান্তের কারণসমূহের উল্লেখ থাকিবে।

১৭। ডিক্রি বলবৎকরণ।-

(১) পারিবারিক আদালত নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে ডিক্রি প্রদান করিবেন এবং উহার বিবরণ নির্ধারিত ডিক্রি রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।
(২) যদি ডিক্রির দাবি পূরণকল্পে আদালতের সম্মুখে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয়, বা কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে উপরিউক্ত রেজিস্টার বহিতে অনুরূপ পরিশোধ বা হস্তান্তরের বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
(৩) যে-ক্ষেত্রে ডিক্রি টাকা পরিশোধ সম্পর্কিত হয় এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ডিক্রিকৃত টাকা পরিশোধিত না হয়, সে-ক্ষেত্রে উক্তরূপ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার এক বৎসরের মধ্যে ডিক্রিদার কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিক্রিটি নিম্নের যে-কোনোটির ন্যায় বাস্তবায়িত করা হইবেঃ-
(ক) কোড-এর অধীন কোনো দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত টাকার ডিক্রির ন্যায়, অথবা
(খ) The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)-এর অধীন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত জরিমানা প্রদান আদেশের ন্যায়, এবং এইরূপ বাস্তবায়নের পর ডিক্রির আদায়কৃত টাকা ডিক্রিদারকে প্রদান করিতে হইবে।
(৪) উপধারা (৩)(ক)-এর অধীন ডিক্রি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, পারিবারিক আদালত দেওয়ানি আদালত হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোড-এর অধীন উক্ত আদালতের সকল ক্ষমতা উহার থাকিবে।
(৫) উপধারা (৩)(খ)-এর অধীন ডিক্রি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পারিবারিক আদালতের বিচারক একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে গণ্য হইবেন এবং The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)-এর অধীন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা তাহার থাকিবে, এবং তিনি ডিক্রিকৃত বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য উক্ত কোড-এ জরিমানা আদায়ের জন্য বর্ণিত পদ্ধতিতে ওয়ারেন্ট জারি করিতে পারিবেন, এবং ওয়ারেন্ট জারির পর অপরিশোধিত সম্পূর্ণ ডিক্রিকৃত টাকা বা উহার কোনো অংশের জন্য রায়ের দেনাদারকে অনধিক তিন মাস মেয়াদের জন্য অথবা আগেই টাকা পরিশোধিত হইলে সেই পর্যন্ত মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) যে-ক্ষেত্রে কোনো ডিক্রি টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত না হয়, সে- ক্ষেত্রে উক্ত ডিক্রি দেওয়ানি আদালতের অর্থ-সংক্রান্ত

ডিক্রি ব্যতীত অন্য কোনো ডিক্রির ন্যায় বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে আদালত একটি দেওয়ানি আদালত হিসাবে গণ্য হইবে এবং কোড-এর অধীন উক্ত আদালতের সকল ক্ষমতা উহার থাকিবে।

(৭) ডিক্রি প্রদানকারী পারিবারিক আদালত নিজেই ডিক্রি বাস্তবায়ন করিবেন অথবা ডিক্রি প্রদানকারী আদালত ডিক্রি বাস্তবায়নের জন্য অন্য কোনো পারিবারিক আদালতে উহা বদলি করিতে পারিবেন এবং উক্ত ডিক্রি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেই আদালতে বদলি করা হইয়াছে সেই আদালতের ডিক্রি প্রদানকারী পারিবারিক আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে, যেন উক্ত আদালতই ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন।

(৮) আদালত, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, তৎকর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রির অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ কিস্তির সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

১৮। পারিবারিক আদালত কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ।-

যে-ক্ষেত্রে, মোকদ্দমার যে-কোনো পর্যায়ে, পারিবারিক আদালত হলফনামা বা অন্য কিছু দ্বারা এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, মোকদ্দমার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হইতে কোনো পক্ষকে বিরত রাখিবার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি, সে-ক্ষেত্রে আদালত উহার নিকট যেইরূপ উপযুক্ত প্রতীয়মান হইবে সেইরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৯। আপিল।-

(১) উপ-ধারা (২)-এর বিধান সাপেক্ষে পারিবারিক আদালতের রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে জেলাজজ আদালতে আপিল দায়ের করা যাইবে।

(২) পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ডিক্রির বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আপিল করা যাইবে না, যথাঃ-

(ক) The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 (VIII of 1939)-এর ধারা ২(৮)(ঘ)-তে বর্ণিত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য কোনো বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে;

(খ) পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক নহে এইরূপ দেনমোহরের ক্ষেত্রে।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো আপিল সংশ্লিষ্ট রায়, ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে, উহার নকল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দিয়া, ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, জেলাজজ আদালত পর্যাপ্ত কারণে উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) যে-কোনো আপিল -

(ক) লিখিত আকারে হইবে;

(খ) আপিলকারী যে-কারণে রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরোধিতা করিতেছে, তাহার উল্লেখ করিবে;

(গ) পক্ষগণের নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা উল্লেখ করিবে; এবং

(ঘ) আপিলকারীর স্বাক্ষর বহন করিবে।

(৫) আদালতের যে-রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইয়াছে, উহার একটি প্রত্যায়িত অনুলিপি আপিলের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) জেলাজজ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ, যতশীঘ্র সম্ভব, পারিবারিক আদালতকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত আদালত তদনুসারে রায়, ডিক্রি বা আদেশ পরিবর্তন বা সংশোধন করিবেন এবং ডিক্রি রেজিস্টার বহির যথাযথ কলামে সেই মর্মে প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তির কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৭) জেলাজজ কোন আপিল অতিরিক্ত জেলাজজ বা যুগ্ম জেলাজজ আদালতে শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আদালত হইতে অনুরূপ যে-কোনো আপিল প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

২০। পারিবারিক আদালতের সাক্ষীর প্রতি সমন জারির ক্ষমতা।-

(১) প্যারিবারিক আদালত যে-কোনো ব্যক্তির প্রতি হাজির হইবার ও সাক্ষ্য দানের জন্য, অথবা কোনো দলিল দাখিল করিবার বা করাইবার জন্য সমন জারি করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) কোড-এর ধারা ১৩৩(১)-এর অধীন কোনো ব্যক্তি আদালতে ব্যক্তিগত উপস্থিতির দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবার জন্য বাধ্য করা যাইবে না;

(খ) যখন আদালতের কাছে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া প্রতীয়মান হয় যে, কোনোরূপ অযৌক্তিক বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা ব্যতীত কোনো সাক্ষীর উপস্থিতি কার্যকর করা সম্ভব হইবে না, তখন পারিবারিক আদালত উক্ত সাক্ষীকে সমন জারি করিতে বা সাক্ষীর বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে জারিকৃত সমন বলবৎ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(২) পারিবারিক আদালত কোনো ব্যক্তির প্রতি হাজির হইবার ও সাক্ষ্য দানের জন্য অথবা উহার নিকট কোনো দলিল দাখিল করিবার জন্য সমন জারি করিলে যদি উক্ত ব্যক্তি উক্ত সমন ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে, তাহা হইলে আদালত উক্ত অবাধ্যতা আমলে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাহাকে কৈফিয়ত দানের সুযোগ প্রদান করিয়া অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন।

২১। পারিবারিক আদালত অবমাননা।-

কোনো ব্যক্তি পারিবারিক আদালত অবমাননার দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি কোনো আইনসঙ্গত অজুহাত ব্যতিরেকে,-

(ক) পারিবারিক আদালতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন;

(খ) পারিবারিক আদালতের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন;

(গ) পারিবারিক আদালত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে, বাধ্য থাকা সত্ত্বেও, অস্বীকার করেন;

(ঘ) সত্য কথা বলিবার জন্য শপথ গ্রহণ করিতে অথবা পারিবারিক আদালতে তৎকর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করিতে অস্বীকার করেন; এবং পারিবারিক আদালত তৎক্ষণাৎ আদালত অবমাননার দায়ে উক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন এবং তাহাকে অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন।

২২। কতিপয় আইনের প্রযোজ্যতা ও অপ্রযোজ্যতা।-

(১) এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীন সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, The Evidence Act, 1872 (I of 1872) এবং কোড-এর ধারা ১০ ও ১১ ব্যতীত অন্যান্য বিধানসমূহ পারিবারিক আদালতের কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) The Oaths Act, 1873 (X of 1873), পারিবারিক আদালতের সকল কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৩। প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উপস্থিতি।-

যদি কোনো ব্যক্তির এই আইনের অধীন পারিবারিক আদালতের সম্মুখে সাক্ষী ব্যতীত অন্য কোনো কারনে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হয় এবং সেই ব্যক্তি যদি পর্দানশিন মহিলা হন, বা শারীরিকভাবে অক্ষম হন, তাহা হইলে পারিবারিক আদালত তাহাকে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। কোর্ট ফি।-

পারিবারিক আদালতে যে কোনো প্রকার মামলায় আরজি দাখিল করিতে প্রদেয় কোর্ট ফি পঁচিশ টাকা হইবে।

২৫। ১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ প্রভাবিত না হওয়া।-

(১) এই আইনের কোন কিছুই Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961) অথবা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধানকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) যে-ক্ষেত্রে কোনো পারিবারিক আদালত মুসলিম আইনের অধীন অনুষ্ঠিত কোনো বিবাহবিচ্ছেদের জন্য ডিক্রি প্রদান করে, সে-ক্ষেত্রে আদালত, ডিক্রি প্রদানের সাত দিনের মধ্যে, Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961)-এর ধারা ৭-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানকে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে উক্ত ডিক্রির প্রত্যায়িত প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন এবং চেয়ারম্যান, উক্ত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইবার পর, এইরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন যেন তিনি উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কোনো তালাকের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৩) মুসলিম আইনের অধীন অনুষ্ঠিত কোনো বিবাহবিচ্ছেদের জন্য পারিবারিক আদালত কোনো ডিক্রি প্রদান করিলে-
(ক) যে-তারিখে চেয়ারম্যান উপধারা (২)-এর অধীন উহার প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছেন সেই তারিখ হইতে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উহা কার্যকর হইবে না; এবং
(খ) যদি দফা (ক)-তে বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে পক্ষগণের মধ্যে Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961)-এর বিধানাবলী-অনুসারে কোনো আপস-মীমাংসা কার্যকর হয়, তাহা হইলে উক্ত ডিক্রির কোনো কার্যকরতা থাকিবে না।

২৬। ১৮৯০ সনের ৮ নং আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পারিবারিক আদালত জেলা আদালতরূপে গণ্য হওয়া।-

(১) পারিবারিক আদালত, The Guardians and Wards Act, 1890 (VIII of 1890)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে District Court-হিসাবে গণ্য হইবে, এবং এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত আইনে বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে উহাতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) The Guardians and Wards Act, 1890 (VIII of 1890)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্ত আইনের অধীন জেলা আদালত হিসাবে পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন আদেশের বিরুদ্ধে জেলাজজের আদালতে আপিল করা যাইবে এবং ধারা ১৭-এর বিধানাবলি উক্ত আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৭। মোকদ্দমা ও আপিল স্থানান্তর ও স্থগিতকরণ।-

(১) হাইকোর্ট বিভাগ, কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে অথবা স্বীয় উদ্যোগে, লিখিত আদেশ দ্বারা,-
(ক) এই আইনের অধীন যে-কোনো মামলা একই জেলার এক পারিবারিক আদালত হইতে অন্য পারিবারিক আদালতে অথবা এক জেলার পারিবারিক আদালত হইতে অন্য জেলার পারিবারিক আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন;
(খ) এই আইনের অধীন যে-কোনো আপিল এক জেলার জেলাজজ আদালত হইতে অন্য জেলার জেলাজজ আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(২) জেলাজজ কোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বীয় উদ্যোগে, লিখিত আদেশ দ্বারা এই আইনের অধীন যে-কোনো মামলা তাহার নিজ এখতিয়ারাধীন স্থানীয় সীমার মধ্যে এক পারিবারিক আদালত হইতে অন্য পারিবারিক আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলাজজ এই আইনের অধীন তাহার নিকট বিচারাধীন কোন আপিল তাহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন যে-কোনো অতিরিক্ত জেলাজজ অথবা যুগ্ম-জেলাজজের আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আপিল, উক্ত আদালতসমূহ হইতে তাহার নিজ আদালতে, পুনঃস্থানান্তরও করিতে পারিবেন।

(৪) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন যে-আদালতে কোনো মোকদ্দমা বা আপিল স্থানান্তরিত হইবে সেই আদালতের উহা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিবার এখতিয়ার থাকিবে, যেন উহার নিকট উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করা

হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, মোকদ্দমা স্থানান্তরের প্রেক্ষিতে, পরবর্তী বিচারককে নূতন করিয়া কার্যধারা আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হইবে না, যদি না উক্ত বিচারক লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া অন্যরূপ নির্দেশ প্রদান করেন।

(৫) জেলাজজ, লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার এখতিয়ারাধীন স্থানীয় সীমানার মধ্যে কোনো পারিবারিক আদালতের নিকট বিচারাধীন মোকদ্দমা স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৬) হাইকোর্ট বিভাগ, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোনো পারিবারিক আদালতে বা জেলাজজ আদালতে বিচারাধীন যে-কোনো মামলা বা আপিল স্থগিত করিতে পারিবে।

২৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-

সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৯। রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।- (১) The Family Court Ordinance, 1985 এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন,-

(ক) কৃত সকল কার্যক্রম ও গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচীত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) প্রণীত বিধি, জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এবং প্রদত্ত কোনো আদেশ উক্তরূপ রহিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে কার্যকর থাকিলে, উহা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন প্রণীত, জারিকৃত এবং প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে, যেন উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হয় নাই।

৩০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) মূল বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।